তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৮৯৯

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৬৫৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৭৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ২৬৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ হাজার ১৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৫০ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯৮

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান আজ ঢাকায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বাপশক) প্রধান কার্যালয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মকাণ্ড এবং ভাষণ সংবলিত ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাপশক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন । মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১৫ আগস্ট ২০২০ বাপশক প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবসের ওপর আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি কমিশনের সকল স্তরের বিজ্ঞানীদের গবেষণা কর্মকাণ্ডের খোঁজ নেন এবং সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে গবেষণা ও সেবামূলক কাজে আরো মনোযোগী হওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে বাপশক এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সানোয়ার হোসেন, কমিশনের সদস্যবৃন্দ, কমিশনের সচিব ও বাপশক প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৮৯৭

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শহীদ শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের রূপকার শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

আজ শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল ৯টায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর ধানমন্ডিস্থ আবাহনী ক্লাব মাঠে শহীদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে এবং বনানী কবরস্থানে শহীদ শেখ কামালের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি ।

বেলা ১১টায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অডিটোরিয়ামে শেখ কামালের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের ওপর ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে উপস্হিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শেখ কামালের মতো একজন মেধাবী এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে সমাজ ও দেশকে অনেক কিছুই দিতে পারতো। তিনি বলেন, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্য-স্বজনদের পাশাপাশি সহকর্মীদেরও হত্যা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী  শেখ কামালের স্মৃতিচারণ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে শেখ কামাল নিজের জন্য  কিছুই করেনি বরং বিয়ের পরে তাকে ৩২ নম্বরের বাড়ির তৃতীয় তলায় স্ত্রী-সহ থাকার জায়গা করে দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, সব সন্তানই বাবার হাত ধরে স্কুলে গেলেও আমাদের সেই সুযোগ হয়নি। বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনকে দেশ ও মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করায়, পরিবারের বড় ছেলে শেখ কামালকে শৈশব থেকেই ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মায়ের সাথে পরিবারের অনেক দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এবং সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। শেখ কামালের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন শেখ কামালের ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু ও সহযোদ্ধারা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী,  বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোঃ সালাউদ্দিন, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের  সহ-সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু ও মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মোজাম্মেল বাবু। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শেখ কামাল। মহান মুক্তিযুদ্ধ, ছাত্র রাজনীতি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলার মাঠ থেকে নাটকের মঞ্চ-সর্বত্র ছিল তার  দীপ্ত  উপস্থিতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেট তার শারীরিক মৃত্যু ঘটিয়েছে, কিন্তু তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আছেন এ দেশের ক্রীড়ায়, সংস্কৃতিতে, সংগীতে। শেখ কামাল ছিলেন এ দেশের আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের রূপকার এবং  আধুনিক ফুটবলের জনক।

আলোচনা অনুষ্ঠানে শেখ কামালকে নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত "শেখ কামাল :  এক কিংবদন্তীর কথা" শীর্ষক  তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

পরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে এক লাখ চারাগাছ রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯৬

**করোনার কারণে কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদেরকে সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বর্তমান সরকার শিল্প-সংস্কৃতি বান্ধব। প্রধানমন্ত্রী নিজে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতি অনুরাগী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতি বিশেষভাবে আন্তরিক।   
শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীদেরকে যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যায় তিনি সবসময় সাহায্যের হাত প্রসারিত করে থাকেন। করোনাকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে সারা দেশের প্রায় ৯ হাজার ৬০০ জন কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আরো প্রায় ৭ হাজার কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক সহায়তার আবেদন জমা পড়েছে। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব সংস্কৃতিসেবীদেরও সহায়তা প্রদান করা হবে। মোদ্দাকথা, করোনার কারণে কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদের সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাংলাদেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রীড়া আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা প্লাজায় কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদের মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরণের অংশ হিসাবে ৯৯জন কর্মহীন যন্ত্রসংগীতশিল্পীর মাঝে সহায়তার অর্থ বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

কে এম খালিদ বলেন, যথাসম্ভব স্বচ্ছতার সঙ্গে কর্মহীন সংস্কৃতিসেবীদের তালিকা প্রণয়ন ও তাদের মাঝে অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাঝেও হয়ত অসাবধানতাবশত কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় করোনা মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী সকল শিল্পী ও সংস্কৃতিসেবীদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং এ দুর্যোগ দ্রুত কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মিউজিশিয়ান্স ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিশিষ্ট বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব অসীম কুমার দে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব মোঃ নওসাদ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

#

ফয়সল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯৫

**মদনে নৌকা ডুবিতে নিহতের ঘটনায় টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

নেত্রকোণার মদন উপজেলার উচিতপুরে হাওরে নৌকাডুবিতে পর্যটকদের নিহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি নৌকাডুবিতে জীবিত উদ্ধারকৃতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

আজ আনুমানিক দুপুর ১২টা ২০মিনিটে মিনি কক্সবাজার খ্যাত উচিতপুরে হাওরের উত্তাল ঢেউয়ে গোবিন্দশ্রী রাজালীকান্দা নামক স্থানে পর্যটকবাহী নৌকা ডুবে যায়।  নৌকাটিতে ৫২ জন পর্যটক ছিলেন। তারা ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জ থেকে পিকনিকে এসেছিলেন।

ফায়ার সার্ভিস ১৫টি এবং স্থানীয় লোকজন ২টি, মোট ১৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

#

শেফায়েত/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯৪

**সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে চলমান প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে চলমান স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের (তৃতীয় পর্যায়) কাজ আজ পরিদর্শন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

পরিদর্শনকালে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, এ প্রকল্পের পরিচালক সানোয়ার হোসেন-সহ  স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রকৌশলী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি বলেন, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান।  এ স্থানকে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক নিদর্শন ধরে রেখে দৃষ্টিনন্দন করতে হবে। কাজের যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হবে।

সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ২৬৫ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ব্যয়ে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ভাষণের স্থান ও ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের স্থান সংরক্ষণ এবং ইন্দিরা মঞ্চের ভাষ্কর্য নির্মাণ, আন্ডার পাস, পার্কিং ও প্রস্ত জলাধার নির্মাণ-সহ পুরো চত্বর দৃষ্টিনন্দন করা হবে। ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে।

এর আগে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে দুই পর্যায়ে প্রায় ২৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাধীনতা স্তম্ভ, ভূগর্ভস্থ জাদুঘর, জলাধার, উন্মুক্ত মঞ্চ ও সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

#

মারুফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯৩

**শহীদ শেখ কামালের গুণাবলি অনুসরণ করে**

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হবে**

**--শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের সততা, সারল্য, বিনয়, মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং রাজনৈতিক গুণাবলির অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শহীদ শেখ কামাল-সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রত্যেক সদস্য লোভ-লালসারে ঊর্ধ্বে ওঠে রাজনীতিতে ত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ ধরনের ত্যাগের নজির উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল।

শিল্পমন্ত্রী আজ ডিজিটাল প্লাটফর্মে বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান।  নরসিংদী জেলা প্রশাসন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

নরসিংদী জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নরসিংদী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মতিন ভূঁইয়া, সেক্টর কমান্ডার ফোরাম ৭১ এর সভাপতি আবদুল মোতালিব পাঠান, সিভিল সার্জন ডাঃ ইব্রাহিম টিটন আলোচনায় অংশ নেন। এতে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মীরা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন,  স্বাধীনতার আগে ছাত্র-যুবসমাজকে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে শেখ কামাল নেপথ্যের নায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ, খেলাধুলার আধুনিকায়ন এবং যুব সমাজের বহুমাত্রিক উন্নয়নে শহীদ শেখ কামাল  অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন।  তিনি ছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম ক্রীড়া সংগঠন ও আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা। সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন।

শহীদ শেখ কামালকে তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট  কালরাত্রিতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে জাতির পিতার ঘৃণ্য ঘাতকদের হাতে শাহাদত বরণ করায় শহীদ শেখ কামালের নেতৃত্বের উজ্জ্বলতা থেকে বাঙালি জাতি বঞ্চিত হয়েছে। ঘাতক চক্র শেখ কামালকে হত্যা করলেও, তাঁর মতো একজন মেধাবী, নির্লোভ, নিরহংকারী,  দেশপ্রেমিক ছাত্রনেতা ও ক্রীড়ানুরাগীকে বাঙালি জাতি চিরকাল গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী রাজধানীর বনানী কবরস্থানে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট সহযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের সমাধিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

#

জলিল/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯২

**শেখ কামালের জন্মদিন একইসাথে আনন্দ ও বেদনার স্মৃতিবাহী**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রথম পুত্র এবং দ্বিতীয় সন্তান শহীদ শেখ কামাল ভাইয়ের জন্মদিন একইসাথে যেমন আনন্দের, তেমনই বেদনার স্মৃতিবাহী। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, তখন পিতা বঙ্গবন্ধু, মাতা বঙ্গমাতা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনিও নির্মমভাবে শহীদ হন। বাংলাদেশে হত্যা-খুনের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ হোক, এটিই তার এই পবিত্র জন্মদিনে আমাদের প্রার্থনা।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে ঈদ পরবর্তী মতবিনিময় সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম পুত্র শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি এ সময় সবাইকে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা জানান ও বলেন, বাংলাদেশের মানুষ করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও নির্বিঘ্নে ঈদ উদ্‌যাপন করেছে, এজন্য দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই।

মন্ত্রী বলেন, শহীদ শেখ কামাল বাংলাদেশের এক অনন্য ক্রীড়া সংগঠক যিনি আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তন করেছিলেন। সংস্কৃতিমনা এই মানুষটি সেতার বাজাতেন, গান গাইতেন, ক্রিকেট খেলতেন। তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে একজন ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়াবিদ,  সংস্কৃতিমনা অমিত সম্ভাবনাময় মানুষকে হারিয়েছে। তার জন্মদিনে আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি, মাগফিরাত কামনা করি।  এ দিন সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে শহীদ শেখ কামালের সমাধিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

**অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই**

এ সময় নিবন্ধনের জন্য ৩৪টি অনলাইন নিউজপোর্টালের প্রকাশিত তালিকার পরে আরো তালিকা আসবে কি না, সে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘অনলাইন নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা বলেছিলাম যে ঈদের আগে যতদূর সম্ভব আমরা নিবন্ধনের জন্য যোগ্য বিবেচিত অনলাইনগুলোর তালিকা প্রকাশ করবো। সরকারের সিদ্ধান্তে যে প্রক্রিয়াটি আমরা পালন করছি তা হলো, যতগুলো অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধনের জন্য দরখাস্ত করেছে, সবগুলোই তদন্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সম্মিলিতভাবে তদন্ত সংস্থাগুলোর কাছ থেকে আমরা যতগুলোর ব্যাপারে অনাপত্তি পেয়েছি, তার মধ্যে দৈনিক পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ ছাড়া সকল অনলাইন নিউজপোর্টালের তালিকা আমরা প্রকাশ করেছি। দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণগুলো আমরা পরে একযোগে প্রকাশ করবো।’

এ বিষয়ে উদ্বেগের কারণ নেই জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘দেশে অনেক প্রতিষ্ঠিত এবং ভালো অনলাইনের নাম প্রকাশিত তালিকায় আপনারা পাননি, দেখেননি। আমরা তদন্ত সংস্থাগুলোকে বারবার তাগাদা দিয়েছি এবং দিচ্ছি, যাতে তারা দ্রুত প্রতিবেদন দেয়। কেউ যাতে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়, সেজন্য এই ৩৪টির নাম প্রকাশ করার সাথে সাথে একটি বিজ্ঞপ্তিও আমরা প্রকাশ করেছিলাম। যাদের ব্যাপারেই তদন্ত

পাতা-২

সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট আসবে, সবাই নিবন্ধনের সুযোগ পাবে। এ নিয়ে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। তবে যে অনলাইনগুলো যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়ে ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় অথবা নিয়ম-নীতি কিংবা সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মানা প্রয়োজন সেগুলো মানে না, সেগুলোর ব্যাপারে তো অবশ্যই তদন্ত সংস্থার রিপোর্ট যে রকম আসবে, সে রকম সিদ্ধান্ত হবে।’

**অনৈতিক কাজের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সার্ভিস প্রোভাইডারকেও জরিমানা**

ওটিটি (ওভার দ্য টপ) প্লাটফরমের বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এগুলো কিভাবে আমাদের দেশে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন এবং কিভাবে তারা করের আওতায় আসবে এবং আমাদের দেশের আইন, নিয়ম-কানুন, সংস্কৃতি যাতে মেনে চলে, সেজন্য কি করা প্রয়োজন, সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য আমরা আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি করে দিয়েছি। সেই কমিটিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং একজন আইনজ্ঞ রয়েছে। তারা যে আমাদের দেশ থেকে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে নিয়ে যাচ্ছে এজন্য তারা আয়কর দিচ্ছে না। এটা অবশ্যই দেয়া প্রয়োজন। অন্যান্য দেশে এ ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রী বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বার্থেই এগুলোকে করের আওতায় আনা প্রয়োজন।’

এছাড়া, এই ধরণের সার্ভিস প্রোভাইডার, অর্থাৎ ফেইসবুক, টুইটার অথবা ইউটিউব বা অন্যান্য যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আছে সেগুলো ব্যবহার করে সমাজে অস্থিরতা তৈরি, ফেক নিউজ করা, কারো চরিত্র হনন করা, এই কাজগুলো যে করা হচ্ছে, সেজন্য সার্ভিস প্রোভাইডারকে জরিমানা করার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেমন বিধান রয়েছে, আমাদের দেশেও প্রচলিত আইনে আমরা জরিমানা করতে পারি, আমরা প্রয়োজনে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবো, জানান ড. হাছান। আমরা আলাপ আলোচনা করছি, এজন্য যদি নতুন আইনের প্রয়োজন হয়, নতুন আইনও করা হবে, বলেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯১

**বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে ৩২০ মিলিয়ন ডলার ঋণচুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বাংলাদেশ সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan এর জন্য বিনিময় নোট ও ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আজ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO Naoki-এর সাথে বিনিময় নোট এবং বাংলাদেশস্থ জাইকা অফিসের চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ Yuho Hayakawa-এর সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষর করেন।

COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan এর আওতায় জাপান সরকার ৩৫ হাজার মিলিয়ন জাপানিজ ইয়েন (আনুমানিক ৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এর উদ্দেশ্য হলো COVID-19 Pandemic এর কারনে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দা উত্তরণে বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট সাপোর্ট প্রদান করা। এ ঋণের বাৎসরিক সুদের হার ০.০১ শতাংশ যা ৪ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৫ বছরে পরিশোধযোগ্য। এ ঋণের মাধ্যমে জাপান সরকার প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সরকারকে বাজেট সহায়তা প্রদান করছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত জাপান সরকার বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করেছে। দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে জাপান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী দেশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারের সাথে সামাঞ্জস্য বজায় রেখে জাপান সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, কৃষি, শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের প্রকল্পে ঋণ ও বিভিন্ন প্রকার অনুদান সহায়তা হিসেবে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪ দশমিক ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে।

#

খাদিজা/অনসূয়া/মাসুম/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৯০

**কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে ব্যাংকগুলোকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই দারিদ্র্যমোচন করা সম্ভব হবে। আর এটি করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

মন্ত্রী বুধবার তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮তম শাখার উদ্বোধনকালে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাতে, খুচরা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির অনেক সুযোগ রয়েছে। সেজন্য এসব খাতে ব্যাংকগুলোকে উদ্যোক্তা তৈরির মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শামস-উল-ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/সূবর্ণা/খোরশেদ/২০২০/১৩৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৮৯

**নবনির্মিত বিজ্ঞান কমপ্লেক্স ভবন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে অসাধারণ সাফল্য**

**- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেছেন, ‘নবনির্মিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবন বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে অসাধারণ সাফল্য। তিনি আজ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শনে এসে একথা বলেন।

‘দেশকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল’ উল্লেখ করে তিনি বলেন ‘প্রকৌশলীরা সৎ চেতনা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে দেশের উন্নয়নে বিপ্লব সাধিত হবে’।

মন্ত্রী ১৪ তলা ভবনটির অডিটরিয়াম, সেমিনার কক্ষ, মাল্টিপারপাস হলরুম, ক্যাফেটেরিয়া ও অন্যান্য কক্ষসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখেন। গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় এ ভবনটি নির্মানে ব্যয় হয়েছে ২২২ কোটি টাকা।

পরিদর্শনকালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মনজুর রহমান সহ গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলীরা উপস্হিত ছিলেন।

#

বিবেকানন্দ/অনসূয়া/মাসুম/আসমা/২০২০/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৮৮

**জাপানে শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদরের ছোট ভাই শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী আজ। শ্রদ্ধা আর অফুরন্ত ভালোবাসার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করেছে জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

পরে চার্জ দ্যা এফেয়ারস ড. শাহিদা আকতার, তাঁর বক্তব্যে শেখ কামালের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শেখ কামাল ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর এডিসি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নিয়েও শেখ কামাল খুবই সাধারন জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠক। তিনি যেমন ছায়ানটে সেঁতার বাজিয়েছেন, তেমনি আবাহনী ক্রীড়া চক্র নামক ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শেখ কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটার ও স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক।

শেখ কামাল যার শরীরে বঙ্গবন্ধুর রক্ত বহমান ছিলো, তিনি ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী অর্থাৎ আদর্শ বাবার আদর্শ সন্তান। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য শেখ কামাল দেশের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তারুণ্যের প্রতীক শেখ কামাল বেঁচে থাকলে হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতেন, গড়ে তুলতেন আধুনিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ। আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুসহ পুরো পরিবারের সাথে শেখ কামালকেও আমরা হারিয়েছি।

পরে শেখ কামালের কর্মজীবন, ত্যাগ ও সংগ্রামের ওপর উম্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

শিপলু/অনসূয়া/খোরশেদ/মাসুম/২০২০/১৩৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৮৭

**শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বের মধ্যেই শেখ কামালের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বিভাসিত**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

শেখ কামাল ছিলেন দূরদর্শী ও গভীর চিন্তাবোধের অধিকারী। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ এক যুবক। জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বের মধ্যেই শেখ কামালের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বিভাসিত।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আজ সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্রীড়া সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডিস্থ আবাহনী ক্লাব প্রাঙ্গনে তাঁর প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দসহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে নিজ বাসভবনে ব্রিফিং-এ এ কথা বলেন। এর আগে মন্ত্রী বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত শেখ কামালের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেন।

ওবায়দুল কাদের ব্রিফিং-এ শেখ কামালকে যুব তারুণ্যের অহংকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকারের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের পুত্র হয়েও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও শেখ কামাল ছিলেন নির্লোভ ও নির্মোহ।

তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের কাছে শেখ কামাল অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেও স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি ও দেশবিরোধী চক্র জাতির পিতার পরিবার নিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় বারংবার মিথ্যাচার করে জনমানসে এক ভ্রান্ত প্রতিচিত্র আকাঁর অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু সত্য প্রকৃতির নিয়মে তার নিজস্ব শক্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিতে এবং অনুভূতিতে শেখ কামাল চির অম্লান প্রজম্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

তিনি আরো বলেন, শেখ কামাল ছিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। বিরামহীন ছুটে চলা এ উদ্দীপ্ত কর্মনিষ্ঠ প্রাণের স্পন্দনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় খুনি ঘাতক চক্র। খুনিরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ কামালকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতিশীল তারুণ্য বা যুব অহংকারকেই হত্যা করেনি, হত্যা করেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের এক সম্ভাবনাময় নেতৃত্বকে। বাঙালির হৃদয়ে শেখ কামালের প্রতিচ্ছবি চির জাগরুক বলে এসময় জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় মন্ত্রী কক্সবাজারে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এর সাবেক কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ-এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটন করে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে বলে মন্ত্রী এসময় জানান।

#

নাছের/অনসূয়া/খোরশেদ/মাসুম/২০২০/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৮৬

**বন্যায় এ পর্যন্ত ১০ হাজার ৪৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ২১ শ্রাবণ (৫ আগস্ট):

        সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩ টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরনের জন্য এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৪১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১০ হাজার ৪৮ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

      বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে চার কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ৪২ লাখ ৭১ হাজার ২০০ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ৩৮ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৬৭ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৮৬ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ৪৮ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৬২ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ১৯ হাজার ৭৫৬ প্যাকেট।

     এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মন্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা।

       বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ।

      বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৬২ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা এক হাজার ৫৮ টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ৯ লাখ ৯৬ হাজার ৯৮০ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা ৫৫ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৭ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন।

       বন্যাকবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৫৬৭ টি। আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৭৭ হাজার ৫২ জন। আশ্রয়কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭৪ হাজার টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে  মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৯৮১ টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৪০৯ টি।

#

সেলিম/অনসূয়া/খোরশেদ/২০২০/১১০০ঘণ্টা